ভক্তি, ভক্তা ও ভগবান—এ তিনের মহিমা বর্ণনে বৈষ্ণবের সন্তোষ জন্মে। তজ্জন্য তিনি ঐ তিনের মহিমাব্যঞ্জক সিদ্ধান্তসকল সংগ্রহ করেন। শ্রীভগবানের পূজা হইতেও ভক্তের পূজা শ্রেষ্ঠ; ইহা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধব-মহাশয়কে বলিয়াছেন (মদ্ভক্ত-পূজাভ্যধিকা)। এই জন্যই শ্রীগোপাল-ভট্টগোস্বামী উহাদের সন্তোষবিধানে ব্রতী হইয়াছিলেন। শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামীই যদি সন্দর্ভ রচনা করিয়া থাকেন, তবে শ্রীজীব গোস্বামী কেন আবার তাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা প্রকাশ করিতেছেন—সেই আত্মগ্রন্থে অর্থাৎ শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামী যে গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতে কোথাও যথাক্রমে, কোথাও বিপরীতক্রমে কোথাও বা খণ্ডিত ভাবে শ্রীভাগবত-সিদ্ধান্তসকল সংগৃহীত হইয়াছিল। অতঃপর শ্রীজীব গোস্বামীপাদ তৎসমুদয় সমালোচনা করিয়া ক্রম-নিবন্ধনপূর্ব্বক লিখিতেছেন। শ্রীজীব গোস্বামী দৈন্য-সহকারে শ্লোকে "জীবক" পদে নিজ নামোল্লেখ করিয়াছেন।

জীব শব্দের উত্তর হীনার্থে "কন" প্রত্যয়-যোগে জীবক শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহা শ্রীজীব গোস্বামীর লঘুব্যঞ্জক হইলেও অর্থান্তর দ্বারা তাঁহার মহত্ত্ব-প্রকাশ করিতেছে। বস্তুতঃ বাণী—বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান্—এ তিনের অপকর্ষ কখনও সহিতে পারেন না; অপকর্ষ-সূচক ভাষাদ্বারাই অর্থান্তরে তাঁহাদের স্তব প্রকাশ করিয়া থাকেন। এস্থলে স্তুতি-পক্ষে "জীবয়তি সর্ব্বজীবান্ ভাগবত-সিদ্ধান্ত দানেনেতি জীবকঃ" অর্থাৎ যিনি ভাগবত-সিদ্ধান্ত দান করিয়া সর্ব্বজীবকে জীবিত করিতেছেন, তিনি জীবকঃ। আর ক্রিয়ার উত্তম পুরুষের বিভক্তি যোগ না করিয়া নাম-পুরুষের বিভক্তি যোগ করায় অর্থাৎ "লিখামি" (লিখিতেছি) না লিখিয়া "লিখতি" (লিখিতেছে) ক্রিয়া যোজনা করায় এই গ্রন্থপ্রণয়নে তাঁহার নিরভিমানিতা সূচিত হইতেছে। অন্য কোনও ব্যক্তির (শ্রীমন্মহা-প্রভুর) প্রেরণায় তিনি লিখিতেছেন—ইহা প্রকাশ করিবার জন্য "লিখতি" ক্রিয়ার ব্যবহার করিয়াছেন।

মূলের "অথ" শব্দ, মঙ্গল ও আনন্তর্য্য প্রকাশ করিতেছে। যদ্যপি অথ শব্দ মঙ্গলবাচক নহে, তথাপি শ্রবণ-কীর্ত্তনে, মঙ্গল বিহিত হইয়া থাকে। যেমন জলপূর্ণ কলসী লইয়া কোনও রমণী নিজগৃহে যাইতেছে, তাহা দেখিয়া কোনও যাত্রাকারী শুভযাত্রা মনে করে। সেস্থলে যাত্রার শুভবিধান ঐ রমণীর উদ্দেশ্য নহে, আনুসঙ্গিকভাবে শুভ বিহিত হয়; অথ শব্দ সম্বন্ধেও তদ্রূপ